চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম-৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট আধুনিকায়ন হচ্ছে----
৫তলা পর্যন্ত ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকা

পরিকল্পিত নগরায়নের পথে হাটছে চট্টগ্রাম----সিটি মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট আধুনিকায়ন হচ্ছে। ১ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত সেন্ট্রাল এসি, ৫ তলায় ফুড কোর্ট, সিনেপ্ল্যাক্স, কিডস জোন, ১ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত উন্নত মানের টাইলস স্থাপন, ৪টি লিফট, ২টি ক্যাপসুল লিফট সহ ৬টি উন্নত মানের লিফট স্থাপন স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর স্থাপন, ১তলা থেকে ৫তলা আধুনিক মান সম্মত ইন্টোরিয়র ও এক্সটেরিয়র, সিসি টিভি, ফায়ার ফাইটিং, পিএ সিষ্টেম, ফ্রি ওয়াইফাই জোন এবং মার্কেট এরিয়ায় এসকেলেটর পুনঃ স্থাপন ইত্যাদি বাবদ ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭ শত ৭৬ টাকা ব্যয় করবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। আগামী ১ বছরের মধ্যে উল্লেখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এ সকল কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টার্ন কি পদ্ধতিতে কাজ সম্পন্ন করবে মেসার্স ত্রি মাত্রিক আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। ৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি. বৃহস্পতিবার, দুপুরে সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট আধুনিকায়ন কাজের ফলক উন্মোচন, মুনাজাত ও বেলুন ফেষ্টুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন। এ উপলক্ষে সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট চত্বরে অত্র মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি আয়োজিত ব্যবসায়ী কর্মচারী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ১ তলা থেকে ৫ তলা পর্যন্ত আধুনিকায়নে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা ছাড়াও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেটটি ১১ তলায় উন্নিত হবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এ খাতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। তিনি বলেন, এ নগরী আপনার, আমার সকলের। নিজ নিজ দরদী মন নিয়ে দৃষ্টিনন্দন নগরী গড়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে সকলে এগিয়ে এলে চট্টগ্রাম দৃষ্টিনন্দন আমার নগর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, পরিকল্পিত নগরায়নের পথে হাটছে চট্টগ্রাম। আগ্রাবাদ এক্সেস রোড ও পোর্ট কানেকটিং রোডের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এ দু'টি রোডের উন্নয়নের মধ্যে উঁচুকরণ, সুপ্রশস্থ নালা নির্মাণ, ফুটপাত নির্মাণ, মিডআইলেন্ড, এলইডি বাতি স্থাপন, গোল চত্বর, মিডআইল্যান্ড ও ফুটপাত বিউটিফিকেশনের আওতায় আনা হবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীর প্রতিটি সড়কের পাশে পরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করার কাজ চলমান আছে। এ ছাড়াও সিডিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের প্রকল্প সহায়তায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রামের পরিবেশ বদলে যাবে। দৃষ্টিনন্দন হবে আমাদের প্রিয় নগরী চট্টগ্রাম। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন,

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর যেকোন অভাব, অভিযোগ শুনার জন্য হানটিং নম্বর ১৬১০৪ চালু করেছে। এ ছাড়াও অ্যাপস এর মাধ্যমে নগরবাসী তাদের অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে পারবে। তা ছাড়াও আমার মোবাইল নম্বরে সরাসরি ফোন করে এবং এসএমএস দিয়ে যেকোন তথ্য উপাত্ত জানানো যাবে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীবৃন্দ ব্যবসায় লগনি করে পুঁজি খাটায়, কর্মচারীবৃন্দ সুমধুর ব্যবহার ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার ঘটায়। সিঙ্গাপুর ব্যাংকক মার্কেট ক্রেতা সাধারণের নিকট সুপরিচিত একটি মার্কেট। এ মার্কেটটি চট্টগ্রামবাসীর কাছে শ্রেষ্ঠ মার্কেট হিসেবে পরিগনিত হবে। মেয়র ব্যবসায়ী-কর্মচারী ও ক্রেতা সাধারণের সমঃ^য়ে এ মার্কেটের সার্বিক উন্নয়ন প্রত্যাশা করেন। ব্যবসায়ী কর্মচারী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অত্র মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব আহম্মদ হোসেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কাউন্সিলর এইচ এম সোহেল, হাসান মুরাদ বিপ্লব, চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সাদাত মো. তৈয়ব, অত্র মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ইব্রাহিম মিয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি হাসান দস্তগীর আজাদ, সহ সভাপতি মো. শাহজাহান, যুগ্ম সম্পাদক নিপু নন্দী, সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুর রহমান চৌধুরীসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

চট্টগ্রাম-৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভায়

---সিটি মেয়র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী জাতির জন্য একটি অর্থবহ গৌরবের দিন

"সময় এখন নারীর ঃ উন্নয়নে তারা/বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরের কর্মজীবন ধারা" এ শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদযাপন করল। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি. বৃহস্পতিবার, সকালে নগরভবন থেকে নগরীর প্রেসক্লাব চত্বর পর্যন্ত বর্ণাঢ্য এক র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। পরে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষীন শেষে চসিক নগরভবনে র‌্যালী সমাপ্ত হয়। র‌্যালীতে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন, নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ বিভিন্ন স্তরের নারী নেতৃবৃন্দ। পরে চসিক বঙ্গবন্ধু চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এম আশরাফুল আলম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র জোবাইরা নার্গিস খান, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর আঞ্জুমান আরা বেগম, জেসমিন পারভিন জেসি, আবিদা আজাদ, মনোয়ারা বেগম মনি, ফারজানা পারভীন, ফারহানা জাবেদ, জেসমিনা খানম, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক,

আবদুল কাদের, শৈবাল দাশ সুমন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা ও প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন সহ অন্যরা। র‍্যালী ও সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনেরমেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী জাতির জন্য একটি অর্থবহ গৌরবের দিন। বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেয়র বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নারী পুরুষের সমতা আনায়নে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানামুখি আইন প্রণয়ন ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সহযোদ্ধা। দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিচার, প্রশাসন, কুটনীতি, সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারীর সফল অংশগ্রহণ ও গৌরবোজ্জল ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি আশা করেন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ ২০২১ ও ২০৪১ এর ভিশন সফলভাবে পৌঁছতে পারবে। মেয়র বলেন, বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্টি নারীকে অন্ধকারেরেখে জাতির কল্যাণ সম্ভব নয় বিধায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীদের সর্বক্ষেত্রে সমঅংশিদারিত্ব নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মেয়র আরো বলেন, জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ভূয়ষী প্রশংসা করছে। প্রসঙ্গক্রমে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের ভিশন অনুযায়ী নানাক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান

চট্টগ্রাম-৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

সিটি মেয়রের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে ৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি. বৃহস্পতিবার, সকালে নগরভবনে মেয়র দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mrs Marie-Annick Bourdin সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা সংক্রান্ত নানাদিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক খাত, বন্দর নগরী ও বাণিজ্যিক রাজধানী। সে দৃষ্টিকোন থেকে চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ একটি সিটি। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, আলোকায়ন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত দিকগুলোতে সেবা দিয়ে থাকে। এ কর্পোরেশনের আয়ের উৎস পৌরকর, ট্রেড লাইসেন্স ফি, ভূমি ট্রান্সফার ফি ইত্যাদি বিষয়গুলো রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা নাগরিক সেবায় নিয়োজিত আছে। তন্মধ্যে উন্নয়ন কাজ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পয়ঃনিষ্কাষন ও ওয়াটার সাপ্লাই চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম বন্দর

নিয়ন্ত্রন করেন বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ ভাবে ভিন্ন সংস্থা সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যার সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সরকারের সেবাধর্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সমš^য় সাধনের মাধ্যমে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। চট্টগ্রামে ইপিজেড, কুরিয়ান ইপিজেড, কর্ণফুলী ইপিজেড, বিভিন্ন বাহিনীর দপ্তর, তেল স্থাপনা সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান। দেশের আমদানী-রপ্তানীর বেশি ভাগ অংশ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে চট্টগ্রাম গুরুত্বের অংশীদার। তিনি সকলদিক বিবেচনায় নিরাপদ বিনিয়োগের উত্তম স্থান চট্টগ্রামে নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ফ্রান্সের সরকারের প্রতি আহবান জানান। সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mrs Marie-Annick Bourdin মেয়রের কর্মপরিধি চট্টগ্রামের সার্বিক চিত্র এবং সেবা সংক্রান্ত দিক সম্পর্কে মেয়রের নিকট জানতে চান। এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণসহ রাষ্ট্রদূতের সাথে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম- ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত মোবাইল কোর্ট অভিযান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা জজ) জাহানারা ফেরদৌস ও নির্বাহী ম্যজিস্ট্রেট আফিয়া আখতার এর নেতৃত্বে ৮মার্চ ২০১৮ খ্রি. বৃহস্পতিবার, সকালে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে চান্দগাঁও থানাধীন বহদ্দারহাট এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা ও দোকানের মালামাল অবৈধভাবে রাস্তা ও ফুটপাতের ওপর স্তুপ করে রাখার কারণে সর্ব সাধারণের অসুবিধা সৃষ্টির অপরাধে আজমির হোটেলকে ২০ হাজার টাকা, মানস জিমকে ১৫ হাজার টাকা, লাড্ডু মিষ্টির দোকানকে ১০ হাজার টাকা, মেসার্স পাকিজা ট্রেডিংকে ২ হাজার টাকা, চৌধুরী ক্রোকারিজকে ২ হাজার টাকা, আবদুল কাদেরকে ২ হাজার টাকা, মো. আলমগীরকে ২ হাজার টাকা, মো. পারভেজকে ২ হাজার টাকা, রনজিত বড়–য়াকে ২ হাজার টাকা, রমজান আলীকে ২ হাজার টাকা, এমরানকে ২ হাজার টাকা, আবদুল জলিলকে ২ হাজার টাকা, জাহাঙ্গীরকে ২ হাজার টাকা, রানা তালুকদারকে ২ হাজার টাকা, মনসুরকে ২ হাজার টাকা, মো. মাসুমকে ২ হাজার টাকা, মো. ইউসুফকে ২ হাজার টাকা, মো . আলমকে ২ হাজার টাকা, মো. আমিনুলকে ২ হাজার টাকা, মো. আমিনুল হককে ২ হাজার টাকা, মো. মাহবু আলমকে ২ হাজার টাকা, মো. জয়নাল আবেদীনকে ২ হাজার টাকা, মো. মেজবাহ উদ্দিনকে ২ হাজার টাকা, মো. আরিফকে ২ হাজার টাকা, হাফেজ চৌধুরীকে ২ হাজার টাকা, বাবুল সওদাগরকে ২ হাজার টাকা, শাহাদাত হোসেনকে ২ হাজার টাকা, পারভেজকে ২ হাজার টাকা, নুর

আফছারকে ২ হাজার টাকা, মো. রাজুকে ২ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ৯৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব সার্কেল-২সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয়কে সহায়তা করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন